দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 6 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা বৃত্তি ও বাণিজ্য

● শাহ মো. জিয়াউদ্দিন

পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করে থাকে। মেধা লালন ও মেধা বিকাশের জন্য ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান একটি সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় বৃত্তিপ্রাপ্তির জন্য শিক্ষার্থীরা কোচিং নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে কিনা সে বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের ভাববার প্রয়োজন রয়েছে। দেশের বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার আগের চেয়ে বেড়েছে। সরকার পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যের হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে যা জাতির জন্য একটি মঙ্গলজনক পদক্ষেপ। বর্তমানে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায়ও গড়ে উঠছে প্রতিযোগিতামূলক মেধা তৈরির ক্ষেত্র। বিষয়টা অনেকটা হাইব্রিড পদ্ধতিতে অধিক ফসল উৎপাদনের মতো। এই প্রক্রিয়ায় যারা ভালো ফলাফল করছে তারা কি প্রকৃত মেধাবী?

বর্তমানে সরকার প্রকৃত মেধাবী শিক্ষার্থী তৈরি করতে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা নিজস্ব মেধা ও মননশীলতা প্রয়োগ করে প্রশ্নোত্তর অনুশীলন করছে না। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় মেধা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর বের করার জন্য সহায়ক হয়ে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে স্থান করে নিয়েছে শিক্ষকদের রচিত গাইড বই। শিক্ষার্থীদের মেধাবী হওয়ার জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে গাইড বইয়ের ওপর! এ ধরনের গাইড বই শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করা কি বর্তমান প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় স্বতঃসিদ্ধ, যদি স্বতঃসিদ্ধ না হয় তাহলে কীভাবে এই গাইড বইয়ের প্রচলন শুরু হলো? দেখা গেছে, সৃজনশীল পদ্ধতির অনেক গাইড বইয়ের প্রশ্ন উদ্দীপক পরীক্ষায় কমন পড়ে। কারণ শিক্ষকরাই বোর্ডের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও প্রশ্নপত্র মূল্যায়নের দায়িত্বে থাকেন। নিবিড় পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, গাইড বইগুলো কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে বাজারে প্রসার লাভ করে। কোচিং সেন্টারগুলো শিক্ষা বাণিজ্যকরণের বড় দোকান। সরকারি ও নামিদামি স্কুলে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শুধু শিক্ষকদের পাঠদান প্রক্রিয়া দিয়ে তাদের পাঠক্রমের সিলেবাসের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। তাই শিক্ষার্থীরা কোচিং নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। অনেক শিক্ষক বলে থাকেন ভালো কোচিং সেন্টারে কোচিং না করলে ভালো ফলাফল হবে না আর ভালো ফল করতে না পারলে বৃত্তি পাওয়া যাবে না। এর ফলে শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো কোচিং সেন্টার নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

সারা দেশে অর্ধলক্ষাধিক শিক্ষার্থী প্রাথমিক বৃত্তি পেয়েছে। প্রাথমিক বৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকা তৈরি হয় পিএসসির ফলাফলের ভিত্তিতে। প্রাথমিক বৃত্তিপ্রাপ্তদের তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, এদের অনেকেই কিন্ডারগার্টেনে পড়ে। এই কিন্ডারগার্টেনগুলো বাণিজ্যিকভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। আর এই প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবন্ধন না থাকায় শিক্ষার্থীরা পিএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে না। ফলে এরা কোনো না কোনোভাবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পিএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে থাকে। আর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের সুনামের জন্য এই শিক্ষার্থীদের নিয়মিতকরণ করে থাকেন। আর এভাবেই বাণিজ্যিকভাবে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বৃত্তি পেয়ে যায়।

বাংলাদেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে শতকরা কতজনের পক্ষে সম্ভব এই বাণিজ্যিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করা? সাধারণভাবে দেখা যায়, একজন অভিভাবককে এসএসসিতে অধ্যায়নরত একজন শিক্ষার্থীকে কোচিং টিউশন ফি ও অন্যান্য খরচ বাবদ প্রতি মাসে ব্যয় করতে হয় আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গোল্ডেন জিপিএ পেয়ে সিএসআরের আওতায় বৃত্তিপ্রাপ্তির যোগ্যতা কতজনের হবে? সিএসআরের বর্তমান বৃত্তি প্রদানের পদ্ধতি কি একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা নয়? প্রান্তিক মানুষ কি এই শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারছে? দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, তাছাড়া সরকার দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দিচ্ছে। উপবৃত্তির আওতাধীন শিক্ষালয়ে যেতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলোর প্রভাবে কি শিক্ষা ক্ষেত্রের বৈষম্য নিরসন হচ্ছে? নাকি কেন্দ্রর স্বার্থে প্রান্তকে প্রান্তস্থ করে জিইয়ে রাখা হচ্ছে? একজন শিক্ষার্থী কি মেধা তার জন্মগতভাবে পেয়ে থাকে নাকি সে তা অনুশীলন করে প্রাপ্ত হয়? মেধাবী হওয়ার পেছনে একজন শিক্ষার্থীর অনুশীলনটাই বড়। প্রকৃত মেধাবী যাচাই করে বিভিন্ন বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হলে কোচিং ও গাইড বই নির্ভর শিক্ষা বাতিল করে লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে হবে।

রাজশাহী